বেঙ্গল মডেল চাইল্ড ইনস্টিটিউট-এ শিক্ষক দিবস পালন

কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় ম্যাথ প্রফেসর
জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম সাহেবের সাথে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

পরিবেশ দিবস উদযাপন

প্যারেন্টস মিটিং

ভায়োলেট ডে উদযাপন

বেঙ্গল মডেল চাইল্ড ইনস্টিটিউট

পরিচালনায় : বেঙ্গল মডেল এডুকেশনাল এন্ড ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট

বেড়াচাঁপা ❑ কাউকেপাড়া ❑ পোঃ - দেবালয় ❑ থানা - দেগঙ্গা ❑ জেলা - উঃ ২৪ পরগনা ❑ পিন : ৭৪৩৪২৪

ফোন : ০৩২১৬-২৪২০১৬ ■ মোঃ - ৯৭৩৩ ৫২৭৩৭৩

শুভেচ্ছা

শেখ নুরুল হক
অবসরপ্রাপ্ত আইএএস

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী,
অর্ধেক তার নর...

শিক্ষকতা এবং শিক্ষার সঙ্গে দীর্ঘকাল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকার সুবাদে বলতে পারি শিশুদের শেখানো খুব একটা সহজ কাজ নয়। কাজী নজরুল ইসলামের কথায়, নারী ও পুরুষ অর্ধেক-অর্ধেক হলেও, শিশুশিক্ষায় মায়েরা খানিক এগিয়েই। শিশুদের মনের কথা মা-এর থেকে ভালো আর কে বোঝেন! সৃষ্টিকর্তা 'মা' জাতিকে দিয়েছেন অপার ধৈর্য, যা শিশু শিক্ষা-দানে খুবই অপরিহার্য। তার মানে এই নয় যে, পিতা বা পুরুষেরা এ কাজে অপারগ।

শিশুদের মৌলিক কয়েকটি গুণের কথায় এবার আসি। সত্য কাহিনি গল্প আকারে সম্ভব হলে ছবি দেখিয়ে ওদেরকে বলুন, তোমাদেরকে স্মার্ট হতে হবে। স্মার্টরাই জিতে আসে। তুমিও জিততে পারবে যদি স্মার্ট হও। শুধু সাজ-পোশাকে নয়, আচার-আচরণে, খেলাধুলায়, কথা-বার্তায়, মেশা-মেশিতে আরও স্মার্ট হতে হবে তোমাকে। আরেকটা কথা হল— সত্যি কথা বলা, যাকে নৈতিকতাও বলা যায়। এর জন্য প্রয়োজন হল—শিক্ষক কিংবা পিতা-মাতা কেউই কখনও নিজের জীবনশৈলীতে শিশুর সামনে বা পিছনে কখনোই মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না, বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা গল্প বলবেন না। অনৈতিক রাস্তা যথাসম্ভব পরিহার করে চলুন। দেখবেন, শিশুর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে এবং আগামী দিনে জীবন-পথ নির্বাচনে সে ভুল করছেনা।

মনে রাখতে হবে শিশুরা শিক্ষক এবং পিতা-মাতাকে অনুসরণ করে প্রায় অন্ধভাবে। তাই তাদের মৌলিক চরিত্র গঠনে যত্নবান হতে হবে। জীবনের সমস্ত শেখা-শিখি গড়ে ওঠে এটাকেই ভিত্তি করে। তাই ওদের সামনে এমন কিছু না বলা যা সাধারণভাবে আমরা করি না। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার নিষেধ করেছেন এমন কাজ করতে। তাঁর জীবনেও দেখা যায়, একটি শিশুকে মিষ্টি খেতে নিষেধ করার পূর্বে তিনি নিজের খাদ্য তালিকা থেকে মিষ্টি বাদ দিয়েছেন, তারপর তাকে বলেছেন। সামান্য কাজেও শিশুদের সঙ্গে কত যত্নশীল হতে হয় তা শেখা যায় এমন ঘটনা থেকে। মনীষীদের জীবন এজন্যই মানুষ অনুসরণ করে, অনুকরণ করে অনেকখানি সন্দেহাতীতভাবে।

অতঃপর, নিজ জীবনাচরণে শিক্ষক এবং পিতামাতা উভয়কেই হতে হবে সহজ, সরল, নৈতিক, জ্ঞানান্বেষী এবং বাস্তবসম্মত। কারণ শিশুর কাছে তিনিই তো একমাত্র আদর্শ। আজ আর বেশি কথা নয়, প্রাইমারি পর্যায়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে যে আয়োজন বেঙ্গল মডেল চাইল্ড ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে ও অনুসন্ধান সোসাইটির উৎকর্ষ সহযোগিতায় আগামী দুই নভেম্বর হতে চলেছে, তা সার্বিকভাবে সফল হোক—এই কামনা ও প্রার্থনা করি। এই উদ্যোগ পথ দেখাক আগামী দিনে সুন্দর সমাজের।

শিশু শেখা-শিখি

শিশুদের জন্য মজার পড়াশোনা নিয়ে কর্মশালা ■ ২ নভেম্বর ২০২৪

পরিচালনায়: বেঙ্গল মডেল চাইল্ড ইনস্টিটিউট

উৎকর্ষ সহযোগিতায়: অনুসন্ধান সোসাইটি

সাক্ষাৎকার

শিশু-গঠনে শিক্ষক মহাশয়কে হতে হবে আন্তরিক

আলো হয় /গেল ভয়। /চারিদিক / ঝিকিমিক
দিঘি জল /ঝলমল / যত কাক /দেয় ডাক।

শিশু শিক্ষার হাতে খড়ি হয় কবিগুরুর সহজ পাঠ দিয়ে। প্রকৃতিকে সামনে রেখে তৈরি হয় শিশুর বোধ, যুক্তি, সংস্কার.....। এগোয় ওদের পাঠ। শিক্ষকদের জন্য বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক অশোক কান্তি সান্যাল। শিক্ষা হল জীবনে বেঁচে থাকার প্রথম ও প্রধান চাবিকাঠি। চাবি ছাড়া যেমন তালা খোলা যায় না আর তালা খুলতে না পারলে ভিতরে যে সব সম্পদ রয়েছে সেগুলো পাওয়া সম্ভব নয়। প্রতিটি জীবের জন্ম মুহূর্ত থেকেই তার চারপাশের পরিবেশের সাথে মানিয়ে বাঁচা, জীবন ধারণের কলা-কৌশল শেখা এবং পরবর্তী জীবনের প্রতি স্তরে এগিয়ে চলার জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এই সকল বিষয়ে জানার ও তার প্রয়োগের যে পদ্ধতি প্রয়োজন সেটা কিন্তু প্রতিটি জীবের জন্মের সময়ই প্রধানত মস্তিষ্কে উপস্থিত থাকে। কিন্তু মস্তিষ্কে আছে বললেই তো আর পাওয়া যায় না। কারণ মস্তিষ্কে থাকে তালাবদ্ধ অবস্থায়, তার জন্য প্রয়োজন চাবি। এই চাবি হল শিক্ষা। এই শিক্ষারূপ চাবি আবার এক রকম নয়। জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হয়। কারণ ছোটবেলায় যে ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন বয়স যত বাড়বে সেই শিক্ষার ধরন পাল্টে যায়। যুক্তিবোধ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত বিভিন্ন নীতিশিক্ষা মূলক গল্পের মাধ্যমে তার সারাংশ সহজ ভাষায় বোঝাতে হবে। নিজেদের চারপাশের নীতিবোধ সম্পর্কিত সত্য ঘটনা শোনাতে হবে। এই সমস্ত ঘটনার পরিনাম বিষয়ে উল্লেখ করে নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং অভিমত জানতে হবে। জীবনে চলার পথে সকল বিষয় সে ভালো বা মন্দ হোক তাকে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করার পথ দেখাতে হবে। বিদ্যালয়ের চারপাশের মানুষ ও পরিবেশের সার্বিক তথ্য জানা, লিপিবদ্ধ করা ও বিশ্লেষণ করা শেখাতে হবে। এই ভাবেই যুক্তিবোধ জাগত হবে। দ্বিতীয়ত বিজ্ঞান চেতনা বৃদ্ধি। প্রথমেই জানাতে হবে মাটি, জল, বাতাস, আকাশ এসবের কাজ কী। এগুলোই বিজ্ঞান। শিশুদের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক। এই সম্পর্কগুলো খারাপ না ভালো সেগুলো তাদের বোঝাতে হবে। বাচ্চাদের নিকটে তাদের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড এবং আশপাশের ঘটনা যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে পারলেই অনেকটা হবে, বিজ্ঞানের তত্ত্ব আলোচনার মাধ্যমে নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সুন্দর একটা খাতা থাকবে যার মধ্যে ওপরের সব আলোচনার বিষয় নিয়ে লিখবে, ছবি আঁকবে এবং সেই সব শিক্ষক মহাশয় দেখবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষক মহাশয় কে ওই বিষয়ে পড়াশোনা করে নিতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মন-মানসিকতা বুঝে তাদেরকে গড়ে তোলার এ এক অবিরাম প্রচেষ্টা। এর জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন শিক্ষক মহাশয়ের আন্তরিকতা।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন নায়ীমুল হক

সম্পাদকীয়

সেখ আহাসান আলি

লাল টুকটুকে সূর্যের পরিবর্তন দেখতে চায় আমারই মাধ্যমে

রবিবার সে কেন, মা গো,
এমন দেরি করে?
ধীরে ধীরে পৌঁছয় সে
সকল বারের পরে।

এই প্রশ্ন শিশুদের মনে আসবে না, পড়তে বসে একটু এদিক ওদিক তাকাবে না, খাতা বই ছেড়ে উঠবে না কিংবা লিখতে গিয়ে রবার নিয়ে খেলবে না—এমনটা হয় নাকি? আমাদের কথা, এমনই হওয়া উচিত! এটাই তো শিশুর চরিত্র। অযথা বাবা মায়েরা চিন্তা করেন। এমনকি সন্তানের সঙ্গে তাঁরা এমন ব্যবহার করে বসেন যে চিরজীবনের মতো তার মনে পড়াশোনা নিয়ে একটা ভীতি তৈরি হয়ে যায়। ফলে পড়ার নাম শুনলেই বিতৃষ্ণা তৈরি হয় তার মনে। সন্তানের সঙ্গে পিতা-মাতার এমন কিছু একেবারেই কাম্য নয়।

এবার শিক্ষক-শিক্ষার্থী প্রসঙ্গ। লক্ষ্য রাখলে দেখা যায়, শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ে ততটাই আগ্রহী হয়, যতটা সে নিজের মনের মতো করে পায়। ভালো লাগলে সে সম্পর্কে আরও জানতে কৌতূহলী হয়, প্রশ্ন করে। মনে রাখতে হবে, ছোটরা কিন্তু আমাদের আন্তরিকতা ভালোই মাপতে জানে। অর্থাৎ কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা তার প্রতি কতটা আন্তরিক এটা সে বেশ বোঝে। এই প্যারামিটারেই তো শিক্ষকের সাফল্য! তিনি কতখানি আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন। তাঁর কাছে বাচ্চারা মনের কথা উজাড় করে বলছে তো। হ্যাঁ, ঠিক তাই, বলতে বলতে তার মনের ব্যথাটিও সে শেয়ার করছে কিনা তার প্রিয় মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে। মাস্টারমশাইকেও হতে হয় অনুভূতিশীল। তাঁর হৃদয়ের কোণে একটু স্থান তো কেবল সে চায়। এটুকু দেওয়া সম্ভব না! অত্যন্ত ব্যস্ত যাপনের মাঝে হয়তো এটা সত্যিই কঠিন। তবু শিক্ষকতা এমন এক পেশা, যা না বলতে শেখায় না, অসম্ভবকে কাছে ঘেষতে দেয় না, ইচ্ছাশক্তির এমনই জোর শিক্ষকদের উপর নিহিত আছে। শিক্ষকের মর্যাদা তো এখানেই, অন্য আর দশটা-পাঁচটার মতো নয়, অফিসের কাজ অফিসেই সেরে আসে। এখানে সবকিছু একাকার হয়ে যায়, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলে মিলে এক বৃহৎ পরিবার। শেষের কথা হল, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ছোটোবেলার কথা ভাবলে দেখা যাবে কোনো একজন শিক্ষকের প্রভাব কীভাবে কাজ করেছে! আজও সেই স্মৃতি অমলিন, অনন্তকালেও যা শেষ হওয়ার নয়। অতঃপর আমাকেই ভাবতে হবে। প্রতীক্ষায় শিক্ষার্থীরা। লাল টুকটুকে সূর্যের পরিবর্তন দেখতে চায় আমারই মাধ্যমে।

ডঃ পার্থ কর্মকার
উপসচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

গণিত পাঠ দান শুরুর গুরুত্বপূর্ণ কথা

শৈশবে শুরুতে এক-দুই-তিন-চার সংখ্যার এই ধারণা ওদের মধ্যে আসে কীভাবে, আরও কত সহজে পরবর্তী সংখ্যা পরিচয় দেওয়া যায় তা ভাবতে হবে। মনে রাখতে হবে কোনোভাবেই শিশুর কাছে এই সময়ে জ্ঞান আহরণ বোঝা না হয়ে যায়, অযৌক্তিক না হয় বরং যুক্তির একটা ধারা যেন সেখানে থাকে। দেশলাই কাঠি, মার্বেল ইত্যাদি দিয়ে এক দশ, দুই দশ পর্যন্ত ধীরে ধীরে সেখানে যেতে পারে। একইভাবে যোগ এবং তার বিপরীতে বিয়োগ। ধীরে ধীরে সংখ্যা রেখার সাহায্য নেওয়া। এরপর যোগ বিয়োগে পারদর্শীতা আসলে, উদাহরণ দিতে দিতে শেখানো—বারবার যোগ-ই আসলে গুণ। এভাবে গুণের ধারণা এবং পরবর্তীতে ভাগের ধারণা। কোনও কিছু ভেঙে গেলে তার এক একটা অংশকে বলা হয় ভগ্নাংশ। বড় একটা চকলেট ভেঙে ভেঙে বোঝালে খুব সহজ হয়। এই কাজগুলি চার-পাঁচ বছর ধরে করার পর, ভগ্নাংশ ও দশমিক এবং তার যোগ, বিয়োগ, সরল ইত্যাদি শেখা। একটা আস্ত আপেল সমানভাবে কেটে দু'ভাগ করলে তা থেকে ভগ্নাংশের ধারণা সহজে জন্মায়। আবার দুটো সমান অর্ধেক জুড়ে দিলে এক হয়, এটাও হাতেনাতে বোঝানো যায়। এমন করে এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ, ধীরে ধীরে দুই-তৃতীয়াংশ ইত্যাদি ছবির মত মনের গেঁথে যাবে। মুখে মুখে যোগ-বিয়োগ, গুন-ভাগ করার অনুশীলন খুব প্রয়োজন। এগুলোর মাধ্যমে শুধু স্মরণশক্তি বাড়ে তাই নয় অঙ্ক কষতে সময় কম লাগে সঙ্গে সঙ্গে কনফিডেন্স বাড়ায় দারুন। লসাগু-গসাগু শেখানোর সময়ে যদি সেট থিওরির সহজ জিনিসগুলো হাতে কলমে এবং খাতায় বুঝিয়ে করানো হয়, তাহলে কখনো ছাত্র-ছাত্রীকে কষ্ট করে মুখস্ত করতে হবে না। খেলার মত বুঝে যাবে।

এবার আসা যাক জ্যামিতি প্রসঙ্গে :

চারপাশের ব্যবহার্য বস্তু থেকে জ্যামিতিক আকার, আকৃতি এবং তার নামকরণ শেখানো। তারপর ওই আকার কাগজ কেটে, ছবি এঁকে তার সঠিক সংজ্ঞা খুব ভালো করে শেখানো প্রয়োজন। বিন্দু, সরলরেখা, বক্ররেখা, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ, বহুভুজ, আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র, বৃত্ত এমন করে ধীরে ধীরে ঘনবস্তুর দিকে খুব সহজে চলে যাওয়া যায়। কারণ এগুলো সমস্তই সে প্রতিনিয়ত দেখে।

সুদেষ্ণা মৈত্র
গ্রন্থ প্রণেতা ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা,
গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল

ছোটদের বানান শেখা

বাংলা বানান শুনলেই একটা ভয় কাজ করে। এই ভাষার বর্ণমালায় দুটি 'ন', তিনটি 'স', দুটি 'জ', ই-কার ঈ-কারের লড়াই, উ-কার ঊ-কার এ নিয়ে গোলমাল আছে, বা গোলমাল হয়ে যায়। ফলে ছোটোদের বানান শেখাতে অনেকেই বেশ মুশকিলে পড়ে যান। বানান শেখাতে হলে গল্প পড়ে শোনাতে হবে আগে। ছড়া, গান শোনাতে হবে। শুনতে শুনতে ছোটোদের বাংলা ভাষার অনেক শব্দই মনে গেঁথে যাবে। নিজেরাই সেই শব্দগুলি যখন লিখতে শিখবে তখন অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। তবে লিখতে যখন ছোটরা শুরু করবে তখন ওদের হাতের লেখা লিখতে দিতে হবে। ওদের পাঠ্য বই দেখে হাতের লেখা লিখতে দিতে হবে। চেনা শব্দের চেহারা ওদের মাথায় ছবির মতো রয়ে যাবে। ছোটরা আনন্দ পাবে। ছোটরা আপনা আপনি ঠিক বানানটি লিখবে। তারপরেই শ্রুতলিপি লেখাতে হবে। শ্রুতলিপির সময় বলে দিতে হবে শব্দ আরম্ভ হয় না, 'ণ' দিয়ে। আর ঙ, ঞ দিয়েও শব্দ শুরু হয় না। ড়, ঢ়, য় দিয়েও না। ছোটদের ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের সময় জিভের অবস্থানের যে পরিবর্তন হয় সেটি খুব স্পষ্টভাবে শেখাতে হবে। বর্ণের উচ্চারণের তফাত জোরে জোরে পড়িয়ে দিতে হবে। আলাদা করে বানান শেখালে ছোটরা ক্লান্তি অনুভব করতে পারে। সবসময় আনন্দের মধ্যে দিয়ে শেখাতে হবে।

ছোটরা যত মজা করে বর্ণমালাকে চিনবে, বর্ণের পাশে বর্ণ সাজিয়ে শব্দ বানাতে শিখবে ততই ভাষার প্রতি অজান্তেই ভালোবাসা গড়ে উঠবে। যেমন, বর্ণ শেখার পরে দুইটি বর্ণ পাশাপাশি রেখে শব্দ বানাতে শেখাতে হবে। হয়েতো তারা তৈরি করল পথ, নথ, কত, দম, টব, মত, শত, রথ। সঙ্গে সঙ্গে ওদের দিয়ে একটা মজার খেলা শুরু করতে হবে। ওদের বলতে বলা হবে শুনতে একইরকম লাগছে এই শব্দগুলিকে আলাদা করে পড়ো। তখনই ওরা চেষ্টা করে ঠিক বলতে পারবে পথ, রথ, নথ। নিজেরাই তখন দুইটি বর্ণের শব্দ না বানিয়ে তিনটি বর্ণে, চারটি বর্ণে শব্দ গঠন করবে। তৈরি করবে অমল, কমল, তপন ইত্যাদি। এরপর আকার, ই-কার দিয়ে শব্দ বানাবে। এইভাবে শব্দ তৈরি করতে করতে ছোটদের মনোজগতে শব্দের সংখ্যা বাড়বে। নিজেদের সৃষ্টিতে নিজেরাই আনন্দ পাবে।

ডঃ চন্দন মিশ্র
প্রধান শিক্ষক, রঘুনাথপুর নফর অ্যাকাডেমি (উমা)

ইংরেজি বানান ও উচ্চারণ ছোট থেকে শেখানোর কিছু পদ্ধতি

ছোট বয়স থেকে ইংরেজি বানান ও উচ্চারণ শেখানো, শিশুদের ভাষার ভিত্তি মজবুত করার জন্য খুবই জরুরি। প্রাইমারি শিক্ষক এবং অভিভাবকদের কাছে এই কাজটি চ্যালেঞ্জিং মনে হতে পারে, তবে সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে এটি আনন্দময় একটি শিক্ষনীয় অভিজ্ঞতায় পরিণত করা সম্ভব।

১. Phonics দিয়ে শুরু করুন

ফনিক্স হল বানান এবং উচ্চারণ শেখানোর সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। শিশুদের প্রথমে শেখান যে, অক্ষর ও শব্দের মধ্যে সম্পর্ক কীভাবে কাজ করে। প্রতিটি অক্ষর বা অক্ষরগুচ্ছের নিজস্ব একটি ধ্বনি থাকে- উদাহরণস্বরূপ, 'a' অক্ষরটি 'cat' এবং 'cake' শব্দে ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। ফ্ল্যাশকার্ড, ছড়া এবং গান ব্যবহার করে এই শব্দগুলো শেখাতে পারেন। প্রাইমারি শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে Phonics Game তৈরি করতে পারেন এবং অভিভাবকরা ঘরে সাধারণ শব্দ দিয়ে এটি অভ্যাস করতে পারেন।

২. শব্দগুলোকে সিলেবেল ভাগ করুন

শিশুরা যখন মৌলিক ধ্বনিগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন তাদের শব্দগুলো সিলেবেল ভাগ করতে উৎসাহিত করুন। এটি কেবল দীর্ঘ শব্দ উচ্চারণ করতেই সাহায্য করে না, বরং বানানেও সহায়ক হয়। উদাহরণস্বরূপ, 'beautiful' শব্দটিকে 'beau-ti-ful' হিসেবে ভাগ করা যায়। এইভাবে শব্দ ভাগ করতে শিখলে শিশুরা জটিল বানানগুলোও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে। শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রতিটি সিলেবেল হাততালি দেওয়ার মাধ্যমে একটি মজার ক্রিয়াকলাপ করতে পারেন।

৩. Visual Aids ব্যবহার করুন

বিশেষ করে ছোট বয়সে শিশুরা ভিজ্যুয়াল শিখনে খুব দক্ষ। শিক্ষক এবং অভিভাবকরা ছবির কার্ড, চার্ট এবং রঙিন শব্দের কার্ড ব্যবহার করতে পারেন যাতে শিশুরা শব্দের সঙ্গে চিত্রগুলোকে যুক্ত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, 'apple' শব্দটি শেখানোর সময় একটি আপেলের ছবি দেখান এবং অক্ষরগুলো এক এক করে লিখুন। ধীরে ধীরে শিশুরা এই চাক্ষুষ ইঙ্গিতগুলির ভিত্তিতে শব্দ মনে রাখা শুরু করবে। ঘর বা শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন জিনিসের নাম ইংরেজিতে লিখে রাখুন যাতে তারা স্বাভাবিকভাবে বানান এবং উচ্চারণ শিখতে পারে।

৪. অনুশীলন করাতে থাকুন

নিয়মিত অনুশীলন বানান এবং উচ্চারণ আয়ত্ত করার মূল চাবিকাঠি। শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে ছোট ছোট ডিকটেশন অনুশীলন করাতে পারেন, যেখানে প্রথমে সহজ শব্দগুলো দিয়ে শুরু করবেন এবং ধীরে ধীরে কঠিন শব্দে যাবেন। বাড়িতে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের শেখানো শব্দগুলো দিয়ে ছোট বাক্য লেখার অভ্যাস করাতে পারেন। বারবার অনুশীলন শিশুদের বানান এবং উচ্চারণকে আত্মস্থ করতে সাহায্য করে।

৫. পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন

পড়াশোনা বানান এবং উচ্চারণের উন্নতি করার সবচেয়ে ভালো উপায়। শিশুদের উপযুক্ত স্তরের গল্পের বই পড়তে উৎসাহিত করুন। পড়ার সময় নতুন শব্দগুলোকে উচ্চারণ করতে বলুন এবং সঠিক উচ্চারণে তাদের সাহায্য করুন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা পরিচিত শব্দগুলো চিনতে শুরু করবে এবং বানানগুলো নির্ভুলভাবে লিখতে পারবে।

৬. ছড়া ও গানের ব্যবহার

ছোট বাচ্চারা ছড়া ও গান দিয়ে শিখতে অনেক আনন্দ পায়। ইংরেজি ভাষায় প্রচুর প্রচলিত ছড়া আছে যা বানান প্যাটার্ন এবং উচ্চারণ শেখাতে খুবই কার্যকর। উদাহরণস্বরূপ, 'Twinkle, Twinkle, Little Star' ছড়াটি 'star' এবং 'are' শব্দগুলো শেখাতে সহায়ক। একসঙ্গে গান গাওয়া শুধু মজারই নয়, এটি ভাষা শিক্ষাকেও আরও মজবুত করে।

৭. ইতিবাচক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করুন

শিশুরা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় সবচেয়ে ভালো শেখে। প্রাইমারি শিক্ষক বা অভিভাবক হিসেবে একটি সহায়ক ও ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরা ভুল করলে তাদের প্রশংসা করুন। ভুল করা শেখার একটি অংশ এবং তারা যেন হতাশ না হয় তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি সঠিক বানান বা উচ্চারণের জন্য স্টিকার বা তারকা দিয়ে ইতিবাচক উৎসাহ প্রদান করুন।

৮. প্রযুক্তির ব্যবহার

আজকাল অনেক শিক্ষামূলক অ্যাপ এবং অনলাইন টুল রয়েছে যা শিশুদের জন্য বানান এবং উচ্চারণ শেখাকে মজার করে তুলতে পারে। অভিভাবক এবং শিক্ষকরা এই অ্যাপগুলো ব্যবহার করে প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে যুক্ত করতে পারেন। ইন্টারেক্টিভ গেম, ক্যুইজ এবং অডিও-ভিজ্যুয়াল অ্যাপগুলো ভাষা শিক্ষাকে আরও আকর্ষণীয় এবং কার্যকর করে তোলে। ছোট বাচ্চাদের ইংরেজি বানান এবং উচ্চারণ শেখানো একটি কঠিন কাজ মনে হতে পারে, তবে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, ধৈর্য এবং সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে এটি অনেক সহজ হয়ে যায়। প্রাইমারি শিক্ষক এবং অভিভাবকদের জন্য মূল বিষয় হল শিক্ষাকে মজাদার ও ইন্টারেক্টিভ করে তোলা। Phonics দিয়ে শুরু করে, শব্দগুলোকে সিলেবেল ভাগ করে, ভিজ্যুয়াল এইডস ব্যবহার করে এবং পড়ার অভ্যাস গড়ে তুললে শিশুরা শক্তিশালী বানান এবং উচ্চারণ দক্ষতা অর্জন করবে যা তাদের পুরো শিক্ষাজীবনে কাজে লাগবে।

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, দমদম কিশোর ভারতী উচ্চ বিদ্যালয়

বানান শেখার খেলা

বর্ণ পরিচয় হাতে নিয়ে কচিকাঁচাদের বাঙলা বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় ঘটাচ্ছেন মিতিন মাসি। অবসর নিয়ে এখন পাড়ার গুটিকয় ছেলে মেয়ের শিক্ষার গোড়া বাঁধছেন। মিতিন মাসি জানেন অক্ষর পরিচয় না হলে এক কদমও এগোনো যাবে না। মিতিন মাসির সুরে সুর মিলিয়ে ওরা বলতে থাকে অ অজগর আসছে তেড়ে, আ আমটি আমি খাব পেড়ে। এককালে স্কুলে পড়ানো নিতিন মাসি স্বরবর্ণ ছেড়ে ব্যঞ্জনবর্ণ ধরবেন। একটা একটা করে ইট গেঁথে যেমন তৈরি হয় বাড়ি সেভাবেই একটা একটা করে অক্ষর জুড়ে জুড়েই তৈরি করা হবে শব্দ। তাদের পাশাপাশি বসালে মিলবে বাক্য। তবে তার আগে গয়নাগাটি যোগ করতে হবে অক্ষরের সঙ্গে, যেমন ক এর সঙ্গে আ কার জুড়লে পাব কা, ই কার জুড়ে কি, উ কার জুড়ে কু ..। এভাবে মিলিয়ে মিলিয়ে মাত্রা যোগ করে দেখতে হবে কার সাথে কার মিল বেশি। প্রতিটা অক্ষর নিয়েই চলবে এই বর্ণ মিলাস্তির খেলা। বোর্ডের ওপর চক দিয়ে আঁকা হলো আমের ছবি। এটা কি প্রশ্ন করতেই জবাব এলো ফল। এবার দেখা যাক ফল থেকে ফুল হয় কিনা! কেউ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল ফ এর সঙ্গে উ কার জুড়ে দিলেই হল ফুল। আর কিছু? চলল খাতায় আঁক কেটে নতুন শব্দ তৈরির খেলা। দু চারটে বেয়াদব শব্দও হয়তো উঠে আসবে, তাকে নিয়ে হাসাহাসি হবে ক্লাসে, তবে তাতে দমলে চলবে না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা জারি রাখতে হবে। প্রথম অক্ষর ছেড়ে দ্বিতীয় অক্ষরটিতে মাত্রা যোগ করার কাজ শুরু হলেই দেখা যাবে পড়ুয়ারাই তৈরি করে ফেলছে নতুন নতুন শব্দ, নিতান্তই খেলার ছলে। এগুলো কিন্তু ওদের মনে একেবারে গেঁথে যাবে চিরকালের মতো। বাংলা বানান ঠিকঠাক লেখার কাজটা একটু হয়তো জটিল লাগতে পারে, কেননা আমাদের র বর্ণ তিনটে। টোপর মাথায় বর লিখতে র, আবার বড় লিখতে ড়। একই রকম ভাবে বাণ লিখতে ণ ,আর বন লিখতে ন। পড়ার সময় যদি এদিকে খুব খেয়াল করে পড়া যায় তাও হলেই কিস্তিমাত। পড়ার কাজটা চালাতে হবে, সঙ্গে নিয়মিত লেখা। আমাদের ছোট বেলায় শ্রুতিলিখনের আলাদা ক্লাস ছিল। সেই ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনলে কেমন হয়?

তৃণা গুহ ঠাকুরতা
বিশিষ্ট মনোবিদ

যুক্তিসম্মত কোনটি

আমরা অনেক সময়ই শিশু, কিশোরদের নানান কথা বলতে শুনি যা শুনে প্রাপ্তবয়স্কদের মনে হয় ওই শিশু, কিশোরদের সেইসব কথাগুলো অযৌক্তিক। এই ধরনের পরিস্থিতিতে তাদের কথা মেনে নেওয়া সম্ভব হয়না কারণ তাদের বক্তব্য যুক্তি সম্মত নয়, আবার সেটা তাদের বোঝানোও বেশ কঠিন। এই অবস্থাতে যা সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয় সেটি হল সময় নিয়ে শিক্ষার্থীদের কথা শোনা এবং বোঝার চেষ্টা করা যে কেন সে এই ধরনের কথা বলছে—জেদের বশে নাকি কোনও ভ্রান্ত ধারণার থেকে, তারপর তাকে যুক্তি সম্মত সমাধানে পৌঁছতে সাহায্য করা। যুক্তি সম্মত সমাধানে পৌঁছানোর জন্য যে পদক্ষেপ গুলি প্রয়োজনীয় সেই গুলি হল—

১) সর্বপ্রথম শিক্ষার্থীর সাথে বসে সমস্যাটি সংজ্ঞায়িত করুন এবং তাকে মতামত প্রকাশ করার পরিবেশ সৃষ্টি করুন। ২) তার কেন বক্তব্যটি যুক্তিপূর্ণ মনে হচ্ছে জানার চেষ্টা করুন এবং তার মতামত শুনুন। মনে রাখবেন শোনা মানেই মেনে নেওয়া নয়। ৩) যে বিষয় আলোচনা হচ্ছে সে ব্যাপারে আপনি উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ এবং সংগঠিত করুন এবং নানান কথা, গল্প, খেলার মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা এবং জ্ঞান প্রয়োগ করুন। ৪) তার মতামত বিবেচনা করুন এবং অন্যান্য সম্ভাব্য বিকল্পগুলি কী হতে পারে সেটি তার সাথে আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তি সম্মত, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার দক্ষতা গড়ে তোলার অন্যতম সেরা উপায় হল তাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত করানো। একটি সঠিক সমাধানে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন মাত্রা থেকে যেকোনো সমস্যা বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। অভিভাবক এবং শিক্ষক উভয়েরই সন্তানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা বিকাশের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। শিশুকে সম্ভাব্য বিকল্পগুলির সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি বুঝতে সাহায্য করুন এবং স্বাধীনভাবে সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ সম্ভাব্য বিকল্পটি বেছে নিতে সাহায্য করুন।